তারিখ 14 JUL 2017
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

প্রথম আলো

৫৭ ধারা বাতিল চেয়ে রিটকারী শিক্ষকের বিরুদ্ধেই ৫৭ ধারায় মামলা!

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা বাতিল চেয়ে উচ্চ আদালতে রিট আবেদনকারীদের অন্যতম ফাহমিদুল হকের বিরুদ্ধেই ৫৭ ধারায় মামলা করেছেন তাঁর এক সহকর্মী। গত বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের এই অধ্যাপকের বিরুদ্ধে শাহবাগ থানায় মামলাটি করেছেন একই বিভাগের আরেক অধ্যাপক আবুল মনসুর আহাম্মদ।

এই ৫৭ ধারা বাতিলের দাবিতে গত রোববার ক্যাম্পাসে মানববন্ধন করেছিলেন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। তার তিন দিনের মাথায় ওই বিভাগেরই এক শিক্ষক আরেক শিক্ষকের বিরুদ্ধে এই ধারায় মামলা করলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রগুলো বলছে, বিভাগের মাস্টার্স পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের বিলম্ব নিয়ে শিক্ষকদের দুটি পক্ষের মধ্যে কয়েক দিন ধরে অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ চলছে। এসব নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের একটি 'ক্লোজড গ্রুপে' শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেন ফাহমিদুল হক। শাহবাগ থানায় দায়ের করা মামলায় অধ্যাপক আবুল মনসুর আহাম্মদ অভিযোগ করেছেন, সেখানে করা মন্তব্যে ফাহমিদুল হক তাঁর (মনসুর) বিরুদ্ধে সম্মানহানিকর বক্তব্য রেখেছেন।

পুলিশ সূত্র বলছে, বুধবার সকালে মামলার কাগজপত্র থানায় এলেও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সন্ধ্যার দিকে সেটি গ্রহণ করা হয়।

মামলার এজাহারে আবুল মনসুর অভিযোগ করেন, ফাহমিদুল হক লিখেছেন, আবুল মনসুরের কারণে মাস্টার্সের ফলাফল দীর্ঘসূত্রতায় পড়েছে, যার কারণে বিভাগের আরেক অধ্যাপক গীতি আরা নাসরিন বিপদ ও হয়রানির মধ্যে পড়েছেন এবং বিভাগের একাডেমিক পরিবেশ কলুষিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্ট্রোলার অফিস ও প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে সামান্য একটি ঘটনাকে জটিল করার বিষয়ে 'অসামান্য অবদান রাখা' এবং 'শত্রুতামূলক উদ্যোগ' গ্রহণের জন্যও ফাহমিদুল তাঁকে (আবুল মনসুর) অভিযুক্ত করেছেন বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।

এজাহারে বলা হয়, এসব অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। ফেসবুকের যে গ্রুপটিতে এটা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে ৬৯ জন সদস্য রয়েছেন। ওই গ্রুপের অনেক সদস্যের কাছে বাদীর মানসম্মানের হানি হয়েছে। বিভিন্নজন বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। ওই সব মন্তব্যসহ ১২ পাতার স্ক্রিনশট তিনি মামলার এজাহারের সঙ্গে সংযুক্ত করেন।

শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল হাসান এ বিষয়ে বিস্তারিত বলতে চাননি। তিনি শুধু বলেছেন, তদন্ত চলছে।

যোগাযোগ করা হলে ফাহমিদুল হক *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বিষয়টি খুবই দুঃখজনক। এখন আমাকে এটা আইনগতভাবে মোকাবিলা করতে হবে।'

মামলার বাদী আবুল মনসুর আহাম্মদের সঙ্গে কথা বলার জন্য গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হয়েছে। তিনি ফোন না ধরায় তাঁর বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।